বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

বাংলাদেশ চা বোর্ড
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.teaboard.gov.bd

মুখবন্ধ

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো বার্ষিক প্রতিবেদন। এটি একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নির্দেশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন দপ্তর (বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট), বিভিন্ন শাখার কর্মপরিধি, ২০২১-২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ চা বোর্ডের গঠন-কাঠামো ও কার্যপরিধির পাশাপাশি বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি দেশের চা শিল্প সম্পর্কে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তার পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, চা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজন এবং গবেষকদের মূল্যবান তথ্য উপাত্তের ঘাটতি পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ভূমিকা রাখবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আমি ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ চা বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২ অর্থবছর

বাংলাদেশ চা বোর্ড
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা
মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ চা বোর্ড

সম্পাদক: মোহাম্মাদ রুহুল আমীন, সচিব (ভারপ্রাপ্ত)
সহযোগী সম্পাদক: মো: রাজিবুল হাসান, জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা

প্রকাশকাল
১২ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
২৭ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরিচিতি	০৫-০৬
২.০	চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	০৬-০৭
৩.০	বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যাবলি	০৭-০৮
৪.০	বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠন, সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	০৮-১৩
৫.০	বাংলাদেশ চা বোর্ডের কর্মবন্টন	১৩-১৫
	৫.১ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)	১৩
	৫.২ প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)	১৪
	৫.৩ পরিকল্পনা শাখা	১৪
	৫.৪ বাণিজ্য শাখা	১৪
	৫.৫ হিসাব শাখা	১৪
	৫.৬ সংস্থাপন শাখা	১৪-১৫
	৫.৭ ভূমি নিয়ন্ত্রণ শাখা	১৫
	৫.৮ জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা	১৫
৬.০	বাংলাদেশ চা বোর্ডের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী	১৫-২৬
৭.০	২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য:	২৭-২৯

১.০ বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরিচিতি

১.১ বাংলাদেশ চা বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ এর অধীনে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান টি বোর্ড গঠন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৪ জুন ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালের ০৮ আগস্ট পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ বাতিল করে টি বোর্ড পরিচালনার লক্ষ্যে চা অধ্যাদেশ ১৯৫৯ জারী করা হয়। ১৯৭৭ সালে চা অধ্যাদেশ-১৯৫৯ বাতিল করে চা অধ্যাদেশ -১৯৭৭ জারী করা হয় এবং এ অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এক গেজেটের মাধ্যমে চা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ রহিত করে সরকার চা আইন ২০১৬ জারী করেন। বর্তমানে চা আইন ২০১৬ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ চা বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে।

১.২ বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে চা শিল্পের উন্নয়ন তথা চায়ের উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নতুন চা বাগান প্রতিষ্ঠা ও পরিত্যাক্ত চা বাগান পুনর্বাসন, বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের উপর উপ-কর আরোপ এবং তার সহায়ক অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সামগ্রিকভাবে চা শিল্পের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা।

১.৩ বাংলাদেশ চা বোর্ডের দুটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এবং প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অবস্থিত। বিটিআরআই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সকল সরকারি-বেসরকারি বাগানকে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা দান এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি- চা শিল্পে প্রয়োগে কাজ করছে। অপরদিকে, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট চা বাগানের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বাগান মনিটরিং এর কাজ করে যাচ্ছে।

১.৪ গবেষণার মাধ্যমে দেশের চা শিল্পকে এগিয়ে নিতে ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রীমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীলতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি, চা শিল্পের উন্নয়ন ও উৎকর্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা দান এবং গবেণালব্ধ প্রযুক্তি চা শিল্পে বিস্তার করাই এ প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। বর্তমানে এ ইনষ্টিটিউট ১২ টি জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিগনিত। প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত উচ্চ ফলনশীল ও গুনগতমান সম্পন্ন ২৩ টি ক্লোন ও ৫টি বীজের জাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ৮ টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিটিআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চা শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়নে প্রবহমান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১.৫ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের চা শিল্প মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতে এ শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার এবং ওডিএ ও ইসি-র মতো দাতা সংস্থার আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার চা শিল্পের পুনর্বাসনের জন্য ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড এবং ইউরোপীয় কমিশন ৬.৬ মিলিয়ন ইউরো প্রদান করে। এই তহবিলটি বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশ চা পুনর্বাসন প্রকল্প (বিটিআরপি)" নামে একটি ১২ বছরের উন্নয়ন কর্মসূচি ১৯৮০ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের (বিটিবি) প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পিডিইউ যখন কাজ শুরু করে তখন এর দায়িত্ব ছিল “ইনটেনসিভ কাল্টিভেশন অফ টি” এবং “প্লান্টিং অফ টি” নামে দুটি অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করা। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ চা পুনর্বাসন

প্রকল্প (বিটিআরপি) শুরু হলে, পিডিইউ বিটিআরপি-এর অন্যতম উপ-প্রকল্পে পরিণত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট বাংলাদেশ চা বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

১.৬ বোর্ডের মিশন ও ভিশন:

রূপকল্প (Vision): দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানীর জন্য অধিক চা উৎপাদন।

অভিলক্ষ্য (Mission): চা বাগানের চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিতকরণপূর্বক এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা, ক্ষুদ্র চা চাষে উৎসাহ প্রদান, চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও চা রপ্তানীর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার।

২.০ চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান:

২.১ চা বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে সুপরিচিত। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ১৮৪০ সালে ব্যক্তি উদ্যোগে প্রথম চা আবাদের শুরু হলেও এ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষের শুরুটা হয় ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়া চা বাগানে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে চা এ অঞ্চলের অন্যতম শিল্প হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালের ৪ জুন চা বোর্ড পুনর্গঠন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব গ্রহণের পর চা শিল্প নবউদ্যোমে যাত্রা শুরু করে।

২.২ **প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। তিনি চেয়ারম্যান থাকাকালীন ঢাকার মতিঝিলে চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত করেন। বঙ্গবন্ধু মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত "টি রিসার্চ স্টেশনে" ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি টি অ্যাক্ট-১৯৫০ সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) চালু করেন।

২.৩ **স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অবদান:** বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পর যুদ্ধোত্তর মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত চা বাগান পুনর্বাসনে "বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BTIMC)" গঠন করেন। তিনি চা কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু চা শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণ; যেমন-বিনামূল্যে বাসস্থান, সুপেয় পানি, প্রাথমিক শিক্ষা এবং রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি "টি রিসার্চ স্টেশন-কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করেন যা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) হিসেবে পরিচিত।

২.৪ **জাতীয় চা দিবস ঘোষণা:** চা শিল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চা শিল্প আজ টেকসই এবং মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে চা শিল্পে তাঁর অসামান্য অবদান ও চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্পের ভূমিকা বিবেচনায় গত ২০ জুলাই ২০২০ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ০৪ জুনকে "জাতীয় চা দিবস" ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৪ জুন ২০২২ তারিখে ২য় বারের মত দিবসটি উদযাপিত হয়েছে।

৩.০ বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যাবলী:

- চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
- চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ
- চায়ের আমদানি পরিবীক্ষণ, রপ্তানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা
- বিভিন্ন প্রকার চায়ের গুণগতমাণ নির্ধারণ এবং চায়ের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- চা আস্বাদনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- চায়ের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগতমান উন্নয়নের জন্য চা চাষাবাদ ও চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গবেষণা গ্রহণ ও পরিচালনা করা এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- চায়ের জন্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গ দমনে সহায়তা
- ক্ষুদ্রায়তন বাগানের চা উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমবায়ী কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- চা চাষাবাদ ও বাগান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- চা এবং অন্যান্য অর্থকরী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রদর্শনী খামার ও উৎপাদন কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- চায়ের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ।
- বাগান ও কারখানা নিবন্ধীকরণ এবং বাগান মালিক, চা প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক, ব্লেন্ডার, বিডার, ব্রোকার, চা বর্জ্য বিক্রেতা এবং পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাগণকে লাইসেন্স প্রদান।
- সরকারের নির্দেশ অনযায়ী যে কোন ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করা অথবা যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্জন, গ্রহণ বা পরিচালনা
- নতুন বাগান প্রতিষ্ঠা করাসহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিত্যক্ত বাগান গ্রহণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে বিদ্যমান বাগানগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান

- বাগানের চা চাষ বহির্ভূত অতিরিক্ত জমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
- বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং
- বাংলাদেশের চা শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.০ বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠন, সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

৪.১ চা আইন ২০১৬ এর ৪ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত:

- একজন চেয়ারম্যান
- ২ (দুই) জন সার্বক্ষনিক সদস্য
- চা বাগান রহিয়াছে এমন কোন বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, পদাধিকারবলে
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চা বোর্ড সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব, পদাধিকারবলে
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের চা বাগান সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব, পদাধিকারবলে
- প্রধান বন সংরক্ষক, পদাধিকারবলে
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশীয় চা সংসদ, পদাধিকারবলে
- চেয়ারম্যান, টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, পদাধিকারবলে
- চা ব্রোকারদের মধ্য হইতে ১ জন সদস্য এবং
- চা উৎপাদনকারীদের মধ্য হইতে ২ জন সদস্য।

৪.২ চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বোর্ডের কার্যাবলীর দক্ষ ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন।

৪.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দপ্তর, ইউনিট ও শাখাসমূহ:

দপ্তর	ইনস্টিটিউট/ইউনিট/শাখা
সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)
	প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)
	পরিকল্পনা শাখা
সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য) এর দপ্তর	বাণিজ্য শাখা
	হিসাব শাখা
সচিব এর দপ্তর	সংস্থাপন শাখা
	ভূমি নিয়ন্ত্রণ শাখা
	জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা

৪.৪ বাংলাদেশ চা বোর্ডের জনবল: বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বোর্ডের সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর এর অধীনে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট ও পরিকল্পনা শাখা; সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য) এর দপ্তরের অধীনে বাণিজ্য শাখা এবং হিসাব শাখা; সচিব এর দপ্তরের অধীনে সংস্থাপন, ভূমি নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা রয়েছে। বোর্ডের অনুমোদিত ৩৫৭ জন জনবলের বিপরীতে ২৫২ জন কর্মরত আছে।

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
০১	চেয়ারম্যান, বিটিবি	১	১
০২	পরিচালক, বিটিআরআই	১	-
০৩	সদস্য (গবেষণা ও উন্নয়ন), বিটিবি	১	১
০৪	সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য), বিটিবি	১	-
০৫	পরিচালক, পিডিইউ	১	১
০৬	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিটিআরআই	৩	৩
০৭	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ), বিটিআরআই	৭	৫
০৮	উর্ধ্বতন উন্নয়ন কর্মকর্তা, পিডিইউ	১	-
০৯	উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১	১
১০	সচিব, বিটিবি	১	-
১১	উপ-পরিচালক (হিসাব ও অর্থ), বিটিবি	১	-
১২	উপ-পরিচালক (বাণিজ্য), বিটিবি	১	-
১৩	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা), বিটিবি	১	-
১৪	উপ-সচিব, বিটিবি	১	১
১৫	উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
১৬	উর্ধ্বতন বিপনণ কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
১৭	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
১৮	অর্থনীতিবিদ, বিটিবি	১	১
১৯	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১০	৬
২০	উন্নয়ন কর্মকর্তা, পিডিইউ	৩	৩
২১	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, পিডিইউ	১	-
২২	কো-অর্ডিনেটর, পিডিইউ	১	১
২৩	জনসংযোগ ও শ্রম কল্যাণ কর্তকর্তা, বিটিবি	১	১
২৪	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিটিবি ও পিডিইউ	২	২
২৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
২৬	ভূমি নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
২৭	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
২৮	গবেষণা কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
২৯	সহকারী পরিচালক (বাণিজ্য), বিটিবি	১	১
৩০	বিপনণ কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
৩১	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১৫	৯

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
৩২	সহকারী প্রকৌশলী, বিটিআরআই ও পিডিইউ	২	২
৩৩	সহকারী উন্নয়ন কর্মকর্তা, পিডিইউ	২	১
৩৪	সহকারী খামার তত্ত্বাবধায়ক, বিটিআরআই	১	-
৩৫	সিনিয়র টি মেকার, বিটিআরআই	১	১
৩৬	প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিটিআরআই ও পিডিইউ	২	২
৩৭	ক্রয় কর্মকর্তা, পিডিইউ	১	-
৩৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পিডিইউ	১	১
৩৯	শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১	১
৪০	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, বিটিবি	১	-
৪১	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা, বিটিবি	১	১
৪২	সহকারী লাইসেন্সিং কর্মকর্তা, বিটিবি	১	-
৪৩	গুদাম কর্মকর্তা, বিটিআরআই	১	-
৪৪	হিসাব রক্ষক, বিটিআরআই ও পিডিইউ	৩	২
৪৫	ফোরম্যান, বিটিআরআই	১	-
৪৬	ফার্ম সুপারভাইজার, বিটিআরআই	২	২
৪৭	প্রধান সহকারী, বিটিআরআই	১	-
৪৮	উচ্চমান সহকারী, বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	২৮	১৬
৪৯	ক্যাশিয়ার, বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৪	৪
৫০	স্টোর কীপার, বিটিআরআই	১	১
৫১	পরিসংখ্যান সহকারী, বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৪	৪
৫২	আমদানি সহকারী, বিটিবি	১	১
৫৩	গবেষণা সহকারী, বিটিবি	১	-
৫৪	ফ্যাক্টরী সহকারী, বিটিআরআই	১	১
৫৫	হিসাব সহকারী, বিটিআরআই	১	১
৫৬	টি মেকার এন্ড স্যাম্পলার, বিটিআরআই	১	১
৫৭	সিনিয়র টেকনিশিয়ান, বিটিআরআই	১	১

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
৫৮	ষ্টেনো গ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৬	৪
৫৯	ব্যক্তিগত সহকারী, পিডিইউ	১	১
৬০	ফার্মাসিষ্ট, বিটিআরআই	১	১
৬১	কম্পাউন্ডার কাম প্যাথলজিষ্ট, বিটিআরআই	১	১
৬২	লাইব্রেরিয়ান কাম-পাবলিকেশন অফিসার, বিটিআরআই	১	১
৬৩	উর্ধ্বতন খামার সহকারী, বিটিআরআই	৪	৩
৬৪	ষ্টোর কীপার, পিডিইউ	১	-
৬৫	মাঠ সহকারী, বিটিআরআই	৫	৫
৬৬	খামার ও গুদাম সহকারী, বিটিআরআই	১	-
৬৭	সিনিয়র মেকানিক, বিটিআরআই	১	-
৬৮	প্রধান শিক্ষক, প্রাইমারী, বিটিআরআই	২	১
৬৯	ষ্টেনো টাইপিষ্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর বিটিবি ও বিটিআরআই	৬	১
৭০	পেশ ইমাম, বিটিআরআই	১	১
৭১	ফটো গ্রাফার কাম-আর্টিষ্ট, বিটিআরআই	১	১
৭২	সার্ভেয়ার, বিটিআরআই ও পিডিইউ	৫	৪
৭৩	বয়লার অপারেটর, বিটিআরআই	১	-
৭৪	প্রধান পাচক, বিটিআরআই	১	১
৭৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৩১	১৭
৭৬	হিসাব সহকারী, পিডিইউ	৪	৪
৭৭	সহকারী ফ্যাক্টরী করণিক, বিটিআরআই	১	১
৭৮	সহকারী শিক্ষক, প্রাইমারী, বিটিআরআই	৩	৩
৭৯	গাড়ীচালক, বিটিবি, বিটিআরআই ও পিডিইউ	২১	১৬
৮০	মিড ওয়াইফ, বিটিআরআই	২	২
৮১	ইলেকট্রিশিয়ান, বিটিবি, বিটিআরআই, পিডিইউ	৪	২

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
৮২	প্লাম্বার, বিটিবি, বিটিআরআই ও পিডিইউ	৪	২
৮৩	জেনারেটর অপারেটর, বিটিআরআই	৪	৩
৮৪	ইমাম, বিটিআরআই	১	১
৮৫	কার্পেন্টার (ছুতার), বিটিআরআই	১	-
৮৬	সহকারী গুদাম রক্ষক, বিটিআরআই	১	১
৮৭	মটর মেকানিক, বিটিআরআই	১	১
৮৮	ফিটার, বিটিআরআই	১	১
৮৯	ওয়েল্ডার, বিটিআরআই	১	১
৯০	উর্ধ্বতন গবেষণাগার সহকারী, বিটিআরআই	১	-
৯১	বয়লার রুম এটেন্ডেন্ট, বিটিআরআই	২	-
৯২	কার্য সহকারী, পিডিইউ	১	-
৯৩	গবেষণাগার সহকারী, বিটিআরআই	৭	৫
৯৪	গেষ্ট হাউস কুক, বিটিআরআই	১	১
৯৫	কুক, বিটিবি	১	-
৯৬	দপ্তরী, বিটিবি ও বিটিআরআই	২	২
৯৭	ক্যান্টিনম্যান, বিটিবি	১	১
৯৮	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর, বিটিবি	১	-
৯৯	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) বিটিবি, বিটিআরআই ও পিডিইউ	৫২	৪৪
১০০	নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড), বিটিবি, বিটিআরআই	১৮	১৭
১০১	চেইনম্যান, বিটিআরআই	২	১
১০২	মালী, বিটিবি ও বিটিআরআই	৬	৩
১০৩	মেট, বিটিআরআই	২	১
১০৪	কুক কাম বেয়ারার, বিটিআরআই	২	২
১০৫	ড্রেসার ,বিটিআরআই	১	১
১০৬	পরিচ্ছন্নতা কর্মী-ঝাড়ুদার (সুইপার), বিটিবি ও পিডিইউ	৮	৬

ক্র. নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ
	মোট	৩৫৭	২৫২

৫.০ বাংলাদেশ চা বোর্ডের কর্মবন্টন:

৫.১ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই): বিটিআরআই এ যাবৎ উচ্চ ফলনশীল ও আকর্ষনীয় গুণগতমান সম্পন্ন ২৩ টি ক্লোন ও ৫টি বীজেরজাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ৮ টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিটিআরআই আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থেকে কাজ করে থাকে।

- মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ: চা বাগানের মৃত্তিকা ও সার বিশ্লেষণ করে সারের মাত্রা নির্ধারণ, মাটির উর্বরতা, বুনট, পানি নিষ্কাশন, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ও দিনের ব্যপ্তির উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ: আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চফলনশীল ও আকর্ষনীয় গুণগতমানের চা ক্লোন উদ্ভাবন ও চা বাগানে এসব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিনিময়।
- কৃষিতত্ত্ব বিভাগ: চায়ের কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা- প্রুনিং, ছাটাই, চয়ন, ছায়াতরু রোপন, রোপন দুরত্ব প্রমিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা।
- কীটতত্ত্ব বিভাগ: চা উৎপাদনের যে সকল অন্তরায় রয়েছে তার মধ্যে চায়ের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও কৃমিপোকা অন্যতম। পোকামাকড়ের জীবন চক্র, জীববৈচিত্র্য এবং আধিক্য দমনে ফলিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও পোকামাকড় দমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে এ বিভাগ। একই সাথে বালাই দমনে বালাইনাশক সনাক্ত ও অনুমোদন করা হয়।
- উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব: চায়ের বেশ কিছু রোগবালাই চা গাছের ক্ষতি করে। এখন পর্যন্ত ২২টি জীবানুঘটিত রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে-পাতা পচা রোগ, ফোস্কা রোগ, আগা মরা রোগ, লাল মরিচা রোগ, ক্ষত রোগ, গোড়াপচা রোগ, চারকোল স্টাম্প রট উল্লেখযোগ্য। এসব রোগ দমনে করণীয় এবং চায়ের আগাছা দমন ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়ে কাজ করে এ বিভাগ।
- প্রাণ রসায়ন বিভাগ: চায়ের জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও গুণগতমান নির্ণয়ে কাজ করে এ বিভাগ।
- টেকনোলজি বিভাগ: চা প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যাবলী নিরুপন ও চা কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন ও চায়ের প্যাকিং সামগ্রী প্রমিতকরণে কাজ করে এ বিভাগ।
- পরিসংখ্যান ও অর্থনীতি বিভাগ: চা শিল্পের উন্নয়ন, উৎপাদন, সম্প্রসারণ, অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডাটাবেজ তৈরি এবং তা চা শিল্পের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োগে কাজ করে এ বিভাগ।

৫.২ প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)

- চা বাগানের কার্যক্রম মনিটরিং।
- চা শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণ/কোর্স পরিচালনা।

- চা বাগান শ্রমিক এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য শ্রম-কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন।
- চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য চা বাগান থেকে পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে নীতি প্রণয়ন।

৫.৩ পরিকল্পনা শাখা

- চা শিল্পের জন্য স্ট্রাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন, বাগানের চা কারখানা/বটলিফ চা কারখানা স্থাপনের অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনে প্রকল্প পরিচালকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, নতুন চা বাগান সমূহ প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবতা যাচাই, চা বাগানের জন্য সরকার নির্ধারিত কোটায় রাসায়নিক সার প্রাপ্যতার ব্যবস্থা করা।
- অনুমোদিত রির্টান ফরমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং মাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বিতরণ, বিটিআরআই ও পিডিইউ এর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং।
- চা শিল্পের জন্য স্ট্রাটেজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- চা শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি তদারকি করা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের চাহিদা অনুসারে চা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রণয়ন করা, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর তৈরি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সভা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ।
- রির্টান ফরমের মাধ্যমে দেশের চা বাগানসমূহের পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ ও মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন প্রস্তুত।
- বাগানে চায়ের উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং, বনজসম্পদ কর্তন মনিটরিং।

৫.৪ বাণিজ্য শাখা

- চা বিক্রয়, আমদানি ও রপ্তানি এবং বাজারজাতকরণ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ, চা ব্যবসার সকল ধরণের লাইসেন্স প্রদান
- এক্স গার্ডেন সেল এর অনুমতি প্রদান, চা নিলাম সময়সূচি নির্ধারণ, নিলাম কার্যক্রম মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, চা ব্রোকার ও ওয়ারহাউজ লাইসেন্স প্রদান ও কার্যক্রম মনিটরিং।

৫.৫ হিসাব শাখা

- চা বোর্ডের যাবতীয় আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন, বাজেট প্রণয়ন, বিনিয়োগ পরিচালনা, বিল ভাউচার সংরক্ষণ, বেতন-ভাতাদি পরিশোধ, অবসরজনিত পাওনা পরিশোধ, অডিট সংক্রান্ত কাজ সহ যাবতীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন।

৫.৬ সংস্থাপন শাখা

- চা বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি/টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড, ছুটি, পেনশন, বেতন নির্ধারণ, ঋণ/অগ্রিম মঞ্জুরী, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ।
- বোর্ড সভা, সিলেকশন কমিটির সভার কার্যক্রম গ্রহণ, শূন্য পদ পূরণ, নতুন যানবাহন ক্রয়, মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ, মন্ত্রণালয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ, সকল প্রকিউরমেন্ট, টেন্ডার, চা বোর্ডের অফিস ভবন ভাড়া, চুক্তি সম্পাদন, ভাড়া আদায়, বিদেশ ভ্রমন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার,

ইনোভেশন, তথ্য অধিকার, সিটেজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ, অফিসার্স হোস্টেল ও গেস্ট হাউজ পরিচালনাসহ প্রশাসনিক সকল কার্যাদি সম্পাদন।

৫.৭ ভূমি নিয়ন্ত্রণ শাখা

- বিধি বিধানের আলোকে চা বাগানের বরাদ্দকৃত জমি ইজারার সুপারিশ, মালিকানা হস্তান্তর, নতুন বাগান নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, বোর্ডের মামলা পরিচালনা, চা বোর্ডের নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি হেফাজত এবং সকল চা বাগান ও জমি সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্ট ও তথ্য সংরক্ষণ।

৫.৯ জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা

- মাসিক সমন্বয় সভা, চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা বোর্ডের সভা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুদান মঞ্জুরি সভার কার্যসম্পাদন, গণমাধ্যমের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন, চা সম্পর্কিত সংবাদ মনিটরিং ও পেপার কাটিং সংরক্ষণ, প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ।

৬.০ বাংলাদেশ চা বোর্ডের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

৬.১ বর্ণাঢ্য আয়োজনে দ্বিতীয় জাতীয় চা দিবস ২০২২ উদযাপন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ চা বোর্ড এর উদ্যোগে "চা দিবসের সংকল্প, সমৃদ্ধ চা শিল্প" প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ০৪ জুন ২০২২ তারিখে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে ২য় জাতীয় চা দিবস ২০২২। ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সকাল ১১.০০ টায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি চা দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বাংলাদেশীয় চা সংসদ এর সভাপতি জনাব এম শাহ আলম, টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব ওমর হান্নান ও এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব মো. জসিম উদ্দীন আলোচনা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধু ও চা শিল্প' শীর্ষক একটি ডকুমেন্টারি এবং 'বঙ্গবন্ধু ও চা শিল্প' শিরোনামে একটি লেজার শো প্রদর্শন করা হয় এবং 'বাংলাদেশ টি' ব্রান্ডের নতুন ও দৃষ্টিনন্দন চায়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়া চা শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। আলোচনা সভা শেষে আগত অতিথিগণ চা মেলা ও বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন। উক্ত চা মেলাতে বাংলাদেশ চা বোর্ডের গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিটিআরআই কর্তৃক বিভিন্ন ভ্যালু এডেড টি এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন শ্রীমঙ্গলস্থ টি মিউজিয়ামে রক্ষিত চা শিল্পের দুর্লভ উপকরণ প্রদর্শন, চা শ্রমিকদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারা উপস্থাপন করা হয়। চা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত দিনব্যাপী আয়োজনে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, চা বাগান মালিক, চা ব্যবসায়ী, টি প্লান্টার, চা গবেষক, চা শ্রমিক ও চা শিল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। চা মেলাতে দেশের শীর্ষস্থানীয় চা কোম্পানিসমূহ তাদের বিভিন্ন ধরণের চা উপস্থাপন করেন এবং নানা শ্রেণী পেশার দর্শনার্থীরা দিনব্যাপী চা মেলা উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, এবছর দেশে দ্বিতীয় বারের মতো জাতীয় চা দিবস উদযাপিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৪ জুন থেকে ১৯৫৮ সালের ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চা শিল্পে বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদান ও চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের তারিখকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ৪ জুন জাতীয় চা দিবস পালন করা হচ্ছে।

ক্যাপশন: জাতীয় চা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

৬.২ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী কর্তৃক বিটিআরআই পরিদর্শন ও চা শ্রমিকদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি মহোদয় গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. তারিখে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) পরিদর্শন করেন। এ সময়ে বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি মন্ত্রী মহোদয়কে স্বাগত জানান। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী মহোদয় বিটিআরআই গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন, চা গবেষণার উন্নয়নে চলমান কার্যক্রম বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়, চা শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও কুশলাদি বিনিময় করেন।

ক্যাপশন:মাননীয় বানিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি মহোদয় কর্তৃক চা শ্রমিকদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ।

৬.৩ ইউকে পার্লামেন্ট, হাউস অফ লর্ডসে চা বাণিজ্য বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত: যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের চা রপ্তানি পুনরুজ্জীবিত করা এবং দেশের চা খাতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ২৭ জুন ২০২২ তারিখে ইউকে পার্লামেন্টের হাউস অফ লর্ডসে "Reviving Bangladesh-UK Tea Trade" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন এবং লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বে আয়োজিত উক্ত বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি; বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি; যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম, হাউস অফ লর্ডসের সদস্যবৃন্দ, ব্রিটিশ চা আমদানিকারকবৃন্দ, লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ এর ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দেশের চা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি ও রপ্তানি সম্ভাবনা বিষয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, বৈশ্বিক চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে দেশে গুণগতমানের ব্ল্যাক টি, গ্রিন টি, অর্থোডক্স টি, হোয়াইট টি সহ ভ্যালু এডেড চা তৈরি হচ্ছে। এসব চায়ের চাহিদা দেশের পাশাপাশি বিদেশেও রয়েছে। এ বৈঠকের মাধ্যমে

আমদানিকারদের মধ্যে বাংলাদেশী চায়ের পরিচিতি বৃদ্ধি এবং ইউরোপের বাজারে চা রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ক্যাপশন: চা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন।

গোলটেবিল বৈঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সেরা মানের চা প্রদর্শন ও পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ হাইকমিশন যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের টি রুমের মেনুতে দার্জিলিং এবং আসামের চায়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের চা অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবনা রাখেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন ২০২২ সালের জুনের শেষ ১০ দিন অর্থনৈতিক কূটনীতি সপ্তাহ পালন করে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং লন্ডন টি এক্সচেঞ্জের অংশীদারিত্বে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৬.৪ পঞ্চগড়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে ক্ষুদ্র চাষীদের মতবিনিময়: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ গত ২৮ মে ২০২২ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক পঞ্চগড়ে গৃহীত ও বাস্তবায়িত "দুটি পাতা একটি কুড়ি" মোবাইল অ্যাপসের উপর প্রেজেন্টেশন, পঞ্চগড়ে চা শিল্পের অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা এবং ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুলের কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে সফর সঙ্গী ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মালেকা খায়রুন্নেছা এবং উপসচিব জনাব খন্দকার সাদিয়া আরাফিন। এসময়ে বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন, অন্যান কর্মকর্তাবৃন্দ, চা শিল্পের অংশীজন ও ক্ষুদ্র চা চাষীরা উপস্থিত ছিলেন।

৬.৫ চা শ্রমিক সন্তানদের মাঝে 'শিক্ষাবৃত্তি' হস্তান্তর: চা বাগানের শ্রমিক সন্তান ২০২১-২০২২ সালে "বাংলাদেশ চা বাগান শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট" থেকে এগার লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা 'শিক্ষাবৃত্তি' প্রদান করেছে বাংলাদেশ চা বোর্ড। শ্রীমঙ্গলস্থ ভাড়াউড়া চা বাগানে গত ৭ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে শিক্ষার্থীদের চেক হস্তান্তর মাধ্যমে বৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুরু হয়। শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে এ বছর ৯৮ টি চা বাগানের ২য় থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১,৯৮২ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর সানুগ্রহ অনুদানের প্রেক্ষিতে চা বাগানের শ্রমিক পোষ্যদের শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ চা বাগান শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট গঠিত হয়। ট্রাস্ট গঠনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ২৬ হাজারের অধিক শ্রমিক সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন, ডুয়েল লেট্রিন ও পতাকা স্তম্ভ নির্মাণ, শিক্ষকদের পিটিআইতে প্রশিক্ষণ কোর্স করানো এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ ও খেলাধুলা সামগ্রীও ট্রাস্ট হতে বিতরণ করা হয়।

৬.৬ চা শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রদান: বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে দেশের চা বাগানের শ্রমিকদের ২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুদান বাবদ চোদ্দ লক্ষ একুশ হাজার টাকা অনুদান বিতরণ করেছে বাংলাদেশ চা বোর্ড। দেশের চা বাগান শ্রমিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তহবিল পরিচালনা বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে এ বছর এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতক পর্যায়ের মোট ৩১৮ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা অনুদান, ৬১ জনকে শ্রমিককে কন্যা বিবাহ অনুদান এবং ৩৪ জনকে বিশেষ কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হয়।

৬.৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত: বাংলাদেশ চা বোর্ডে গত ১৫ আগস্ট, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে চা বোর্ড প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন, জাতির পিতার অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। পরবর্তীতে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাপশন: জাতির পিতার অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ক্যাপশন: আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান

৬.৮ চা বোর্ডে শেখ রাসেল দিবস উদযাপিত: বাংলাদেশ চা বোর্ডে গত ১৮ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে সকাল ৯.৩০ টায় চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশ বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৬.৯ চা বোর্ডে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপিত: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭.০৩.২০২২ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কেক কেটে শুভ জন্মদিনের সূচনা, শিশুদের চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং দোয়া মাহফিলসহ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয়।

ক্যাপশন: বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পূষ্পস্তবক অর্পণ

ক্যাপশন: কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন।

৬.১০ চা বোর্ডের শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ প্রদান: ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসেবা প্রদানে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর গ্রেড ১ থেকে ১০ ক্যাটাগরিতে জনাব মুনির আহমদ, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং গ্রেড ১১ থেকে ২০ ক্যাটাগরিতে জনাব মো: ইমরান হোসেন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর শ্রেষ্ঠ কর্মচারী নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশ চা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি মহোদয় গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে চা বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে নির্বাচিতদের শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ শুদ্ধাচার পুরস্কার সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেন। এ সময় বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৬.১১ পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে মতবিনিময় সভা: পঞ্চগড়ে দেশের তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে উত্তরাঞ্চলে চা উৎপাদনকারী অঞ্চলের সব জেলা প্রশাসকসহ চা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে গত ৪ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রংপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও ঠাকুরগাঁও জেলার জেলা প্রশাসকগণ, চা বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দ, টিটিএবি, বিটিএ, টিপিটিএবি, চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ স্মল টি

গার্ডেন ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও পঞ্চগড় চা উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ক্ষুদ্র চা চাষীরা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, পঞ্চগড়ে তৃতীয় চা নিলাম চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্যাপশন: মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন চা বোর্ড চেয়ারম্যান।

উল্লেখ্য, তৃতীয় চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করার পাশাপাশি নিলাম কেন্দ্রের সম্ভাব্যতা বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি জরিপও সম্পন্ন করা হয়েছে। নিলাম কেন্দ্র ব্যবসাবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, রেল, বিমান ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্রোকার হাউজ ও ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠা, ব্রোকারগণ কর্তৃক টি টেস্টার নিয়োগ, ব্রোকার হিসেবে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছলতা যাচাই, নিলাম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণ, ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো যাচাই ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬.১২ 'টি টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল' কোর্স চালু: গুণগতমানের চা উৎপাদন ও উৎপাদিত চায়ের মান যাচাইয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চা উৎপাদন, নিলাম ও বিপণনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গদের অংশগ্রহণে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক গত ০৬-১০ মার্চ, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ৫দিন ব্যাপী **'টি টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল'** বিষয়ক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কোর্সের আওতায় ব্রোকার্স হাউজের অভিজ্ঞ টি টেস্টারগণের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রশিক্ষনার্থীদের টি টেস্টিং, গ্রেডিং, ব্লেন্ডিং ও চা বিপণন সংক্রান্ত বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্যাপশন: দেশে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত টি টেস্টিং কোর্সের উদ্বোধন করছেন চা বোর্ডের চেয়ারম্যান

৬.১৩ চা শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট্রের অর্থায়নে নির্মিত বিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন: বাংলাদেশ চা বাগান শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট ও দেউন্দি চা বাগান কর্তৃপক্ষের আর্থিক সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নির্মিত হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় অবস্থিত **দেউন্দি চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন** গত ০৭ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা ট্রাস্ট থেকে চা শ্রমিক পৌষ্যদের শিক্ষা বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ ও খেলাধুলা সামগ্রী বিতরণ, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হয়।

ক্যাপশন: বিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন করছেন চা বোর্ড চেয়ারম্যান

৬.১৪ লালমনিরহাটে চা চাষীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা বিতরণ: বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ সম্প্রসারণ ও চা চাষীদের দক্ষতা উন্নয়নে গত ২৩ ও ২৪ মার্চ, ২০২২ খ্রি. তারিখে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, কর্মশালা ও চাষীদের মাঝে **প্রণোদনা ও কৃষি উপকরণ বিতরণ** অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ চা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোঃ আশরাফুল ইসলাম এনডিসি, পিএসসি মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জেলার ৫টি উপজেলার ক্ষুদ্র চা চাষীদের অংশগ্রহণে টিপিং, প্লাকিং, পোকা মাকড় দমন ও সার ব্যবস্থা বিষয়ে কর্মশালা; চা চাষ সম্প্রসারণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি এবং চা চাষের পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে ১০৬ জন চা চাষীকে প্রণোদনা হিসেবে সেচ যন্ত্র, স্প্রে মেশিনসহ কীটনাশক প্রদান করা হয়।

ক্যাপশন: চাষীদের মাঝে প্রণোদনা বিতরণ করছেন চা বোর্ডের চেয়ারম্যান।

৬.১৫ বান্দরবানে ক্ষুদ্র চাষীদের সুবিধার্থে "সম্প্রীতি লিফ কালেকশন সেন্টার" চালু: ক্ষুদ্রায়তন চা চাষীদের কাঁচা চা পাতা সংগ্রহের সুবিধার্থে বান্দরবান সদর উপজেলার শ্যারণ পাড়ায় গত ১৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে **"সম্প্রীতি লিফ কালেকশন সেন্টার"** উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের অর্থায়নে নির্মিত লিভ কালেকশন সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মো: সাইফুল আবেদীন, বিএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল খন্দকার জিয়াউল হক, এনডিসি, পিএসসি, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মোহাম্মদ আলী, বান্দরবান চা চাষী কল্যাণ সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দসহ ক্ষুদ্রায়তন চা চাষীবৃন্দ, বান্দরবানের বিভিন্ন মৌজার হেডম্যান-কারবারী ও গণমাধ্যম কর্মীরা।

ক্যাপশন: সম্প্রীতি লিফ কালেকশন সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

৬.১৬ মোবাইল কোর্ট আইনে চা আইন-২০১৬ অন্তর্ভুক্তকরণ: মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর তফসিলে চা আইন, ২০১৬ অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত গেজেট গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এর ফলে চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে চা চোরাচালান রোধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অভিযান পরিচালনা এবং অবৈধ, ভেজাল ও নকল চায়ের ব্যবসা বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্ভব হবে।

৬.১৭ ২০২১-২২ অর্থ বছরে দেশে রেকর্ড পরিমাণ ৯৪.৫১ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়।

৬.১৮ ২০২১-২২ অর্থ বছর থেকে **চা রপ্তানির ক্ষেত্রে ৪% হারে নগদ প্রণোদনা** প্রদান করা হচ্ছে। চা রপ্তানি বৃদ্ধিতে এ প্রণোদনা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৬.১৯ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাগানের চাহিদার ভিত্তিতে ১২০টি চা বাগানকে ভর্তুকিমূল্যে সার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বৃহৎ বাগানের পাশাপাশি এ অর্থবছরে দেশের উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র চা চাষীদের মাঝে ভর্তুকি মূল্যে সার বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে সমতলের ক্ষুদ্র চাষীদের চা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং চা আবাদে উৎসাহ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.২০ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে চা বাগানসমূহে 'চা উন্নয়ন ঋণ' প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মধ্যে এপ্রিল, ২০২২ মাসে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে চা বাগানগুলোর জন্য ঋণ প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়েছে।

৬.২১ বাংলাদেশ চা বোর্ডের ৮৮তম বোর্ড সভা গত ০৫ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চা শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৬.২২ অনলাইন সিস্টেমে চা লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল সেবা প্রদান: সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ও জনগণের দৌড়গোড়ায় চা সেবা পৌছে দিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক চা ব্যবসা সংক্রান্ত সকল লাইসেন্স সেবা 'অনলাইন টি লাইসেন্স সিস্টেম' (https://tealicense.com.bd/) এর মাধ্যমে শতভাগ অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অনলাইন চা লাইসেন্স সিস্টেমে প্রদত্ত সেবার পরিসংখ্যান:

ক্রমিক নং	লাইসেন্স এর ধরণ (ইস্যু ও নবায়ন)	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা/হার
১	খুচরা-পাইকারি	১০০৫টি	১০০৫টি (১০০%)
২	বিডার	২৮৬টি	২৮৬টি (১০০%)
৩	ব্লেন্ডার	৯৯টি	৯৯টি (১০০%)
৪	ব্রোকার	১৮টি	১৮টি (১০০%)

৬.২৩ চা ওয়ারহাউজ ও চা কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন সংক্রান্ত সেবা: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে চা কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন সেবা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান:

ক্রমিক নং	**বিষয়**	**প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা**	**নিষ্পত্তির সংখ্যা/হার**
১	চা ওয়ারহাউজ লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন	১১টি	১১টি (১০০%)
২	চা কারখানা ও বটলিফ কারখানা নিবন্ধন ও নবায়ন	৮৮টি	৮৮টি (১০০%)

৬.২৪ 'দুটি পাতা একটি কুড়ি' মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে চা সংক্রান্ত সকল তথ্য ও সেবা গ্রাহকদের সরবরাহ করা হচ্ছে।

৬.২৫ কোভিড-১৯ এর সংক্রমন রোধকল্পে মাস্ক পরিধান, টিকা গ্রহণ, স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ এবং সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নির্দেশনা পালনের লক্ষ্যে চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়, বিটিআরআই, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট, প্রকল্প কার্যালয়, উপকেন্দ্র ও চা বাগানে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৬.২৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এপিএএমএস সফটওয়ারের আওতায় আনা হয়েছে।

৬.২৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যথাযথভাবে লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, অংশীজনসভা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও নাগারিক সেবার মান বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, আর্থিক বিষয়ে জবাবদিহিতা ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করায় এসকল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.০ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীন ২টি চা সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প দুটি যথাক্রমে: ১। Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattagram Hill Tracts, ২। Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat.

৭.১ Project Name: Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chattagram Hill Tracts

Objectives of the project:
(a) To extend small holding tea cultivation in 300 hectares of land by organizing and motivating the farmers in project area.
(b) To provide suitable technologies and financial support to the small tea growers under the program and to train the tea small growers and the executives involved with the implementation of the project for capacity building and skill development.
(c) To establish a BTB's regional office at Bandarban Sadar and a project office at Ruma Upazila for facilitating small holding tea plantation program.
(d) To develop socio-economic condition of the project area through creating employment opportunity and income generating activities.

(e) To Establish Tea Processing Factory at project Area.

Implementation period:

(a) Original: 1st January' 2016 – 31st December' 2020
(b) Revised: 1st January' 2016 – 31st December' 2023

Location of the project:
Bandarban sadar, Rowangchari and Ruma upazila

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম:

- চা চারা উৎপাদনের পরিমাণ-১.৮০ লক্ষ।
- ক্ষুদ্র চাষীদের বিনামূল্যে চা চারা বিতরণের পরিমাণ-১.৯০ লক্ষ।
- চা আবাদ সম্প্রসারণ-২৮.৫০ হেক্টর।
- প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন-১৮টি।
- নতুন ক্ষুদ্রায়তন চা চাষী নিবন্ধন-৪১ জন।
- বরাদ্দ-৭৫ লক্ষ, ব্যয়-৬৯.৮৯ লক্ষ, আর্থিক অগ্রগতি-৯৩.১৮%, ভৌত অগ্রগতি-৯৫.৮৬%।
- প্রকল্পের শুরু থেকে মোট বরাদ্দকৃত (৯৯৯.৩৫ লক্ষ) টাকার বিপরীতে জুন,২০২২ খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৩.০৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৬.২১% (আরডিপিপি অনুযায়ী)।

৭.২ Project Name: Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat

Objectives of the Project:

a. To increase tea production of 2,50,000 kg. per year from 100.00 hectare of land in lalmonirhat district to meet increasing local demand and to boost up export market.

b. To utilize the privately owned and uneconomic lands of Lalmonirhat district.

c. To create 700 nos. employment opportunities to alleviate poverty and to improve the socio-economic conditions of the rural poor farmers.

Implementation Period:

a) Original : July'2015-June'2020
b) Revised : July'2015-June'2023

Location of the Project: Lalmonirhat district.

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম: লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৮৭.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat"-শীর্ষক

প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। বিগত ০৪.০১.২০১৮ খ্রি: তারিখে ও ০২.১১.২০২২ খ্রি: তারিখে ডিপিপি ১ম ও ২য় সংশোধনী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে অনুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।

- প্রণোদনা বিতরণ- সেচযন্ত্র ৯টি, রিচার্জেবল স্প্রেয়িং মেশিন ২০০টি, কীটনাশক ৪০০মি.লি. বোতল ৭৩৯টি, ১০০মি.লি. ৪৬টি।
- ছায়া গাছের চারা উত্তোলন-৬২৫০টি
- চা চারা উত্তোলন-৪.০০ লক্ষ
- চা এলাকা সম্প্রসারণ ৬৩.৫২ একর
- চা চার বিতরণ-২.২৮ লক্ষ।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৬৭.৭৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৬৮%। ২০২১-২০২২ অর্থ-বৎসরে জুন, ২০২২ খ্রি: মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৯৭.২০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯০.১০% (আরডিপিপি অনুযায়ী)।

.....

সমাপ্ত।